সংবাদ

তারিখ ... 12 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বদলি পদায়ন ওএসডি ও সংযুক্তি নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারে বিশৃঙ্খলা চরমে

রাকিব উদ্দিন

ফারিজা আফিয়া খান। দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি ২০০৯ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) ওএসডি হয়ে এনসিটিবিতে সংযুক্ত হিসেবে আছেন। কিন্তু কোন দায়িত্ব পালন না করেই নিয়মিত বেতন ভাতা ভোগ করছেন।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রফেসর মোস্তফা কামালউদ্দিন 'সংবাদ'কে বলেন, 'শুনেছি এই নামে একজন কর্মকর্তা এনসিটিবিতে আছে, কিন্তু আমি কখনো তাকে দেখিনি।'

এদিকে বিভিন্ন সময়ে (১/৫ বছর আগে) পদোন্নতি পেয়েও শিক্ষা ক্যাডারের ৪২০ জন কর্মকর্তা ওএসডি ও সংযুক্ত হয়ে পূর্বের পদেই ইনসিটু হিসেবে বহাল আছে। তাদের বেশিরভাগই কোন কাজ না করেই সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। এরপরও নানা মহলের তদবিরের চাপে তাদের ঢাকার বাইরের কলেজে বদলি করতে পারছে না শিক্ষা প্রশাসন। এভাবে রাজধানীর কলেজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে পদের চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক কর্মকর্তা ক্ষমতার দাপটে বহাল আছেন। আর ঢাকার বাইরের কলেজগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা বেড়েই চলছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর ১২টি সরকারি কলেজ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৪৬০ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা ওএসডি ও সংযুক্ত থেকে বসে বসে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। এছাড়াও শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে প্রেষণে নিয়োজিত আছেন ১১৭ জন প্রভাষক, ১০৯ জন সহকারী অধ্যাপক ও ১৬ জন অধ্যাপক। অথচ ঢাকার বাইরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৬৫টি কলেজের শতাধিক বিভাগ একেবারেই শিক্ষক শূন্য আছে বছরের পর বছর ধরে। এভাবে সরকারি কলেজে শিক্ষক পদায়ন ও বদলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চরম নৈরাজ্য চলছে। এতে ভেঙে পড়ছে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। এই বেহাল অবস্থার মধ্যেই উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন, ছুটি ও অনুদ্বৃত্তার অজুহাতে

শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে অবস্থান করছেন ৩১ জন প্রভাষক, ১৯ জন সহকারী অধ্যাপক ও ৬০ জন সহযোগী অধ্যাপক।

জানা গেছে, দেশে ২৫৫টি সরকারি কলেজসহ সংশ্লিষ্ট প্রায় ৩০০টি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তার পদ আছে ১৪ হাজার ৬২৭টি। এরমধ্যে বর্তমানে তিন হাজার ২৮৪টি পদ শূন্য আছে। এগুলোর মধ্যে প্রভাষকের পদ এক হাজার ৯৮৯টি, সহকারী অধ্যাপক ৮৬৪টি, সহযোগী অধ্যাপক ৩১৯টি এবং অধ্যাপকের পদ শূন্য আছে ১১২টি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব অলিউল্লাহ মো. আজমতগীর 'সংবাদ'কে বলেন, 'পদোন্নতি পেয়েও যেসব কর্মকর্তা রাজধানীর বিভিন্ন কলেজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ওএসডি ও এটাচমেন্ট (সংযুক্ত) হিসেবে আছেন, তাদের ঢাকার বাইরের কলেজগুলোতে পদায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে দাবি জানিয়েছি। আশা করছি চলতি মাসেই এই কার্যক্রম শুরু হবে।'

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) সফিকুল ইসলাম 'সংবাদ'কে বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি, যত দ্রুত সম্ভব ঢাকার বাইরের কলেজগুলোতে শিক্ষক পদায়ন দিতে।'

২৯ কলেজে অধ্যক্ষ নেই :

দীর্ঘদিন ধরে ২৯টি কলেজে অধ্যক্ষের পদ শূন্য আছে। এগুলোর বেশির ভাগই উপজেলা ও থানা পর্যায়ের। প্রভাবশালী আমলা, সরকারদলীয় সংসদ সদস্য (এমপি), বিসিএস শিক্ষা সমিতি ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের পরস্পরবিরোধী তদবিরের চাপে এসব কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ দিতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি কয়েকটি আদেশে ১৫/১৬টি কলেজে অধ্যক্ষ পদায়ন করা হলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা ওই কলেজে যোগদান করেননি, কিংবা নানা প্রতিবন্ধকতায় যোগদান করতে পারেননি।

অধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকা অন্য কলেজগুলো হলো ফরিদপুরের চরভদ্রাসন সরকারি কলেজ ও বীরশ্রেষ্ঠ আবদুর রউফ সরকারি কলেজ, গোপালগঞ্জের সাতপাড় নজরুল সরকারি কলেজ, শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি কলেজ, শেরপুরের শ্রীবর্দী সরকারি কলেজ, সন্দ্বীপের হাজি এবি কলেজ, চট্টগ্রামের, সাতকানিয়া সরকারি কলেজ, খাগড়াছড়ির রামগড় সরকারি কলেজ, ফেনীর ফুলগাজী সরকারি কলেজ ও পরশুরাম সরকারি কলেজ, লক্ষ্মীপুরের আলহাজ আবদুর রব সরকারি কলেজ, কুমিল্লার বরুড়া সরকারি শহীদ স্মৃতি কলেজ ও দেবিদ্বার সুজাত আলী কলেজ, সিলেটের বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, নওগাঁর নজিরপুর সরকারি কলেজ সিরাজগঞ্জের কাজীপুর মনসুর আলী কলেজ, গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, খুলনার পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ, যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, নড়াইল ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, বরিশালের সরকারি বিএম কলেজ ও সরকারি বাকেরগঞ্জ কলেজ এবং ঢাকার ফজলুল হক সরকারি কলেজ, পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া সরকারি কলেজ এবং সিলেটের মাদ্রাসা-ই-আলিয়ায় অধ্যক্ষ নেই। এছাড়া সহযোগী অধ্যাপক সমমানের নওগাঁর জাহাঙ্গীরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের পদও দীর্ঘদিন ধরে খালি আছে।

অধ্যক্ষবিহীন ৬টি টিটিসি :

খুলনা টিটিসি, যশোর টিটিসি, কুমিল্লা টিটিসি, ফেনী টিটিসি, ময়মনসিংহ টিটিসি (পুরুষ) এবং ফরিদপুর টিটিসি। এসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রায় ছয় মাস ধরে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদটি শূন্য আছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

যেসব কলেজে উপাধ্যক্ষ নেই :

সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষের পদটি সহযোগী অধ্যাপক সমমানের। বর্তমানে তিনটি কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ খালি আছে। সেগুলো হলো গোপালগঞ্জের রামদিয়া এসকে কলেজ, পলাশবাড়ী সরকারি কলেজ ও লালমনিরহাটের মজিদা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজ।